দৈনিক বাংলা

036

তারিখ ... ...১৫.২.৮৫...
পৃষ্ঠা... ... ...২ কলাম... ১. ...

ফেলের খবর

গতকালের সংবাদপত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৪ সালের বিএসসি ও বিকম পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে। খুব বড় খবর নয়। আবার একেবারে উপেক্ষা করার মত খবরও নয়। আসলে আমাদের এই দরিদ্র, শিক্ষাবঞ্চিত দেশে ডিগ্রী পরীক্ষার রেজাল্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

১৯৮৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গৃহীত বিএসসি ও বিকম পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় পরীক্ষার্থীদের মধ্যে পাশের চাইতে ফেলের অনুপাতই বেশী। বিএসসি পরীক্ষায় ফেল করেছে ৭০ শতাংশ পরীক্ষার্থী। বিকম পরীক্ষায় ফেলের সংখ্যা আরও বেশী। শতকরা ৭৫ জন পরীক্ষার্থীই উত্তীর্ণ হতে পারেনি।

পরীক্ষার খবর আসলেই দেখা যাচ্ছে ফেলের খবর। পরীক্ষায় পাশ ও ফেল দুই-ই আছে। কিন্তু ডিগ্রী পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে ফেলের পাল্লাই ভারী। শতকরা ৩০ জনের বেশী পরীক্ষার্থী বিএসসি ও বিকম (পাস) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি।

ডিগ্রী পরীক্ষায় এই ফেলের খবর আমাদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। কেন এত বেশী সংখ্যক ছাত্র পরীক্ষায় ফেল করেছে? পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কি কঠিন হয়েছিল? পরীক্ষকরা কি খুব কঠোর মনোভাব অবলম্বন করেছিলেন? নাকি, ছাত্ররা মেধাবী নয়? কেন শতকরা ৭০ জন ছাত্র ফেল করল?

আসলে গলদ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায়। শিক্ষাব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ বলেই পরীক্ষার এমন উচ্চ পর্যায়ে এত বেশী সংখ্যক ছাত্র ফেল করছে। যারা এইচএসসির ধাপ অতিক্রম করে এসেছে, তারা শিশু নয় যে পড়াশোনায় ফাঁকি দেবে। বরং সবারই লক্ষ্য থাকে ডিগ্রী অর্জন। ডিগ্রী অর্জন করে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ।

কিন্তু আমাদের দেশে পঠন-পাঠনের মান এতই নীচে নেমে গেছে যে শিক্ষার উচ্চতম পর্যায়েও এত বিপুল সংখ্যক ছাত্র ফেল করছে। ফেল করার ফলে পিছিয়ে যাচ্ছে শিক্ষিত জনশক্তি গড়ার কাজ। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দরিদ্র দেশ।

অনেক দিন ধরেই এমন চলছে। প্রতিকার নেই। সংশোধনও নেই। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই অব্যবস্থা দুঃখের সঙ্গে দেখা ছাড়া বোধহয় আমাদের গত্যন্তর নেই।